

ধৈর্য



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسْنِي الضُّرِّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ

যখন তিনি তাঁর পালনকর্তাকে আহবান করে বলেছিলেনঃ আমি দুঃখকষ্টে পতিত হয়েছি এবং আপনি দয়াবানদের চাইতেও সর্বশ্রেষ্ঠ দয়াবান। (আম্বিয়া ৮৩)

ধৈর্যের মহামানব হযরত আইয়ুব আঃ এর দোয়াটা ছিল অত্যন্ত পরীক্ষিত ও প্রভাবিত। এই জন্যে আয়াতের এই অংশটা আমরা আমাদের মোনাজাতে উল্লেখ করা একান্ত জরুরী, যাহাতে অনেক উপকার রয়েছে। আয়াত হল - رَبِّ إِنِّي مَسْنِي الضُّرِّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ

হযরত আইয়ুব আঃ এর প্রসিদ্ধ ঘটনার সার-সংক্ষেপ হল এই যে, অনেক কষ্টকর রোগের (কুষ্ঠ রোগ) ভিতরে অনেক সময় অতিবাহিত করার অবস্থায় মহান ফলাফলের কারণে পূর্ণাঙ্গ ধৈর্যের সাথে বাস করছিলেন। পরবর্তীতে জখমের স্থানসমূহ থেকে বের হয়ে আসা পোকাগুলোর যখন কুলব ও জিহ্বায় এসে গেল যা যিকির ও মহান মালিকের পরিচয়ের ক্ষেত্রস্থল। আর যিকির ও মারিফতের কাজের জন্য যায়েয হবে ভেবে স্বীয় দেহের জন্যে নহে বরং এলাহীর এবাদতের জন্যে পরিশেষে এ বলে দোয়া করেছিলেন, হে আমার রব কষ্ট আমাকে স্পর্শ করে ফেলেছে যিকির এর স্থল জিহ্বা আর ইবাদতের স্থল কুলবে এই পোকাগুলো আমাকে যন্ত্রণা করতেছে। আর মহান আল্লাহ ও ঐ মোনাজাত কে মনোমুগ্ধকরভাবে কবুল করেছিলেন। পূর্ণাঙ্গ সুস্থতায় প্রস্থান করতঃ রহমতের শ্রেণীপদে তাকে ধন্য করেছিলেন। যাই হোক এই লাম'আতে '৫টি, রূহানী মাহাত্ম রয়েছে।

প্রথম মাহাত্মঃ হযরত আইয়ুব (আঃ) এর বাহ্যিক জখমের যে অসুস্থতা ছিল তার ঠিক বিপরীত আমাদের অভ্যন্তরীণ, রূহানী, ও কুলবের দূরারোগ্য আছে। বিতরকে বাহিরে আর বাহিরকে ভিতরে নিয়ে যদি আমরা পরিবর্তন করি। হযরত আইয়ুব (আঃ) থেকে আমাদের মধ্যে অনেক অনেক বেশী কঠিন রোগ ও জখম আমরা খুজে পাব। কেননা, আমরা আমাদের কৃত প্রত্যেক গোনাহ, আমাদের মাথায় আগত প্রত্যেক সন্দেহ মূলক এবং আমাদের কুলব ও রূহের মধ্যে জখমসমূহ তৈরী করে। হযরত আইয়ুব (আঃ) এর দূরারোগ্য দুনিয়ার এই ক্ষণস্থায়ী অবস্থানকে হুমকি দিচ্ছিল। কিন্তু আমাদের আধ্যাত্মিক জটিল রোগগুলো চিরস্থায়ী হওয়া জিন্দেগীর অবস্থানকে হুমকিতে ফেলতেছে। আইয়ুব (আঃ) এর ঐ মুনাজাতে মূলত আমরা তার থেকে হাজারগুণ মুখাপেক্ষী। যেমনটি হযরত আইয়ুব (আঃ) এর জখমকৃত স্থানসমূহ থেকে কীট পোকাগুলো তার জিহ্বা ও কুলবকে আক্রমণ করেছিল ঠিক একিভাবে আমাদেরও গোনাহ সমূহ থেকে আগত দূরারোগ্যসমূহ, এবং ব্যাধি সমূহ থেকে আগত কুমন্ত্রণাসমূহ, সংশয় সমূহ (আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি) ঈমান এর ক্ষেত্রস্থল হওয়া আধ্যাত্মিক কুলবের হওয়া জিহ্বার রূহানী স্বাধের মধ্যে ঢুকে মালিকের যিকির থেকে বিরত রেখে বিতৃষ্ণা তৈরী করে করে চুপ করে রাখছে।

হাঁ, গোনাহ অন্তরের মধ্যে সীমিত হয়ে তাকে কালচেটে করে করে দূর নিয়ে গিয়ে ঈমানের নুর (আলো) কে বাহির করার পূর্ব পর্যন্ত সে কাজ চালিয়ে যায়, প্রত্যেক গুনাহের মধ্যে কুফুরীতে যাবার একটি রাস্তা রয়েছে (বুখারি, মারাজ-১)। আর যদি ঐ গুনাহকে ইস্তেগফারের দ্বারা কুলব থেকে মিঠানো না হয় তখন পোকা নহে বরং এটা ছোট একটা রূপক সাপ হয়ে অন্তরকে ধ্বংসন করতে থাকে। যেমন:- লজ্জিত হওয়া উপযুক্ত গোনাহকারী

কোন ব্যক্তি অন্যের কাছ থেকে নিজেকে গোপন রাখার সময় ফিরিস্তা ও রহস্যময়তার অস্থিত্ব বিদ্যমান হওয়াটা তার কাছে বড়ই বিরক্তিকর মনে হয়। ছোট কোন বিষয়ের ক্ষেত্রে সুযোগ পেলেই তাহাদেরকে অস্বীকার করতে কুণ্ঠাবোধ করে না। আরেকটি উদাহরণ যেমন:- জাহান্নামের শাস্তিতে বাস্তবায়িত হওয়া বড় কোন গোনাহকারী ব্যক্তি, জাহান্নামের ভয়ভীতি স্পষ্ট হওয়ার পরও যদি গোনাহ করে এবং ইস্তেগফার এর দ্বারা মার্জনা অর্জন না করলে সে সার্বজনীনভাবে জাহান্নামের অস্তিত্বকে মানতে চায় না। এমনকি ছোট খাটো কোন সন্দেহের সুযোগে জাহান্নামের অবস্থান অস্বীকার করতে দ্বিধাবোধ করে না। আরেকটি উদাহরণ যেমন:- ফরজ নামায আদায় করেনি ও ইবাদতের কর্মসমূহকে তার স্বীয় স্থলে রাখেনি, এমন ব্যক্তির ছোট কোন বিষয়ের কারণে বা ছোট কোন দায়িত্বকে আদায় না করার কারণে ছোট কোন কর্মকর্তা তাহাকে যখন তার কাজের জন্যেই তাহার মনকে মলিন করে তখন প্রভাবিত এই ব্যক্তি আদি ও অনন্ত মহান আল্লাহর নির্দেশিত কাজ সমূহের বিপরীত ফরজের ক্ষেত্রে কৃত অলসতা তাহাকে অনেক বড় যন্ত্রণা প্রদান করে এবং এই সমস্যাটা থেকে এটা প্রত্যাশা করে এই বলে যে, “হাঁয় যদি ঐ ফরজ কাজটি না হইত ভালই হইত” আর এই প্রত্যাশা থেকে এক আধ্যাত্মিক শত্রুতামীর পর্যায়ে পৌঁছে আল্লাহকে যেন অস্বীকার করা তার কাছে শ্রেয় হয়। কোন রকমের সন্দেহ আল্লাহ সম্পর্কে তার অন্তরে আসিলে এটাকে দলিল স্বরূপ শক্তভাবে গ্রহণ করে। ফলে তার জন্যে বিশাল আকারের ধ্বংসময় পথ তার জন্যে খুলে যায়। এই বদবখত লোকটি জানে না যে, অস্বীকারের মাধ্যমে অংশ বিশেষ ইবাদতের কর্মসম্পাদন থেকে যদিও সে কষ্ট পাচ্ছে কিন্তু কোটি কোটি গুণ মারাত্মক যন্ত্রণার দিকে সে তাহাকে নিয়ে যাচ্ছে অস্বীকার করার দ্বারা। এটা ঐ রকম যে, সে একটা মাছির কামড় থেকে মুক্তি নিতে একটা সর্পের ধ্বংসন কে গ্রহণ করল। আর ঐ রকমই এই তিনটি উদাহরণকে তুলনা করে যুক্তি খাঠানো দরকার। যেন এগুলোর দ্বারা তুমি উক্ত আয়াতকে বুঝতে পার = **بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ**

কখনও না, বরং তারা যা করে, তাই তাদের হৃদয় মরিচা ধরিয়ে দিয়েছে। (মুতাফ্ফিফিন ১৪)

দ্বিতীয় মাহাত্ম্যঃ ২৬তম কালেমায় তকদীরের আলোচনায় উল্লেখিত হয়েছে, মানুষের বিপদ ও অসুস্থতার বেলায় আপত্তিকর আপত্তি উত্তাপনের কোন অধিকার নেই তিনটি কারণে-

প্রথম কারণ- মহান আল্লাহ মানবের মধ্যে যে শরীর নামক পোষাক পরিয়েছেন এটা তার দিকে লক্ষ করলেই কার্ণাকার্যত স্পষ্ট হয়ে উঠে। মানবকে যেন এক নমুনা (মডেল) বানিয়েছেন। আর এই বিদ্যমান দেহকে তার মডেলের উপর কর্তন করা, বদন করন, পরিমার্জন ও পরিবর্তন করার ধারা ভিন্নমুখী আছমায়ে-হুছনার তাজাল্লীকে তিনি তুলে ধরেছেন। শাফি নামটার জন্যে যেমন অসুস্থতা আর রাজ্জাক নামটার জন্যে যেমন ক্ষুধার্থ রাখা জরুরী। আর এভাবে কোরআনের নিম্নের আয়াতে ইঙ্গিত প্রধান রয়েছে- **مَالِكُ الْمَلِكِ يَتَصَرَّفُ فِي مُلْكِهِ كَيْفَ يَشَاءُ**

দ্বিতীয় কারণ- জীবনটা মুসিবত সমূহের সাথে, অসুস্থতার সাথে পরিচ্ছন্নতা অর্জন করে পূর্ণাঙ্গতা, ক্ষমতা উন্নতি, এর ন্যায় ফলাফলে প্রতিফলিত হয়। পরিপক্ষতা অর্জন করতঃ হায়াতের দায়িত্ব সমূহকে আদায় করে। সর্বদা সুখের জিন্দেগী ভাল দিক থেকে বেশি মন্দ দিকে নিকটবর্তী হয়, আর পরিশেষে ঐ দিকেই ধাবিত হয়। যা দেহের সাথে স্বভূজাতভাবে জড়িত।

তৃতীয় কারণ- এই দুনিয়াটা হল পরীক্ষার একটা ময়দান এবং খেদমতের একটি স্থলস্বরূপ। এখানে স্বাধ ও প্রতিদান ও পুরস্কারের স্থান নহে। নিঃসন্দেহে এটা খেদমতের মাঠ এবং এবাদতের স্থল। অসুস্থতা ও বিপদাপদ সমূহে যদি ব্যক্তি দীনদারী না হয় ও বিপরীতে ধৈর্যের বাধ শক্তভাবে ধরার শর্তে যদি কাজ করে, তাহলে এই খেদমত ও এবাদত উপযুক্ত হবে ও ধৈর্যশীলকে শক্তিশালী করবে। এবং প্রত্যেক ঘন্টাকে পূর্ণ

একদিনের ইবাদতের সমমানে হওয়ার ব্যাপরটাতে অহংকার নহে কৃতজ্ঞতার প্রকাশ করণ জরুরী হিসেবে বিবেচিত হবে।

হাঁ, এবাদত ২ প্রকার (১) ইতিবাচক (২) নেতিবাচক। ইতিবাচক হল- যা আমাদের সবার জ্ঞাত ইবাদত সমূহ। নেতিবাচক হল- অসুস্থতাসমূহ ও বিপদাপদ সমূহকে ব্যক্তি নিজেকে মুসিবতের সম্মুখীন ও নিরুপায় কল্পনা করতঃ মহান রবের আশ্রয়ের নামে দৃষ্টিপাত করতঃ তাহাকে চিন্তাকরতঃ দোয়ার দ্বারা খালিহুভাবে তার কাছে প্রয়োজন ও অপারগতার মিনতি করা। আর এমন এবাদতের মধ্যে রিয়া (ইবাদত দেখানো) নেই। এটা হল খুবই বিশুদ্ধ। যদি ধৈর্য ধারণ করতে পারে এবং মুসিবতের পুরস্কারের কথা চিন্তা করে ও কৃতজ্ঞ হয় তখনই বান্দার প্রত্যেক ঘণ্টা পূর্ণাঙ্গ দিনের ইবাদতের সমমানে চলে আসবে। সংক্ষিপ্ত হায়াত যেন লম্বা এক জিন্দেগীতে রূপ নিবে। এমন কি এক প্রকার এরকম রয়েছে যে, এক মিনিটকে একটি দিনের ইবাদতের সমমানে লিখিত হয়। বলাবাহুল্য, আমার এক মুহাজির ভাই হাফিজ আহমেদ নামের এক আধ্যাত্মিক বিস্ময়কর সত্তা তার অসুস্থতাকে নিয়ে খুবই বেশি চিন্তিত ছিলাম। আর তখন আমার অন্তরে সচেতনতা এমনটি আসলো যে, তাহাকে অভিনন্দন জানাই, তার প্রত্যেক দাকিকা (মিনিট) একটি দিনের সমমান। আর মূল কারণ হল সেও ধৈর্যের মাধ্যমে শুকুর গোজার ছিল। (বিপদের সময় শুকুর গুজার থাকাই হল নেতিবাচক ইবাদাত)

তৃতীয় মাহাত্ম্যঃ এক-দুই কালেমায় বর্ণনা করার ন্যায়। প্রত্যেক মানুষ যদি তার পূর্বের গত হায়াতকে চিন্তা করে, তাহলে ক্লবে বা তার জিহ্বায় হয় “আহ, অথবা উহ শব্দদ্বয় আসবে। অর্থাৎ হয় দুঃখীত হবে নতুবা আলহামদুলিল্লাহ বলবে। যদি দুঃখের অনুভব করে তাহলে তার কারণ হবে গত জিন্দেগীর সকল মুশ্ককর সুখের বিচ্ছেদ ও সমাপ্তির থেকে নির্গত আধ্যাত্মিক কষ্টসমূহ। কারণ আনন্দের সমাপ্তি কষ্টময়। কখনও তাৎক্ষণিক সুখ সার্বক্ষণিক কষ্ট নিয়ে আসে। এই বিচ্ছেদসমূহকে স্বরণ করলে, কষ্টকে বাড়িয়ে তুলে, আর সাথে দুঃখের অবস্থান ও মজবুত হয়। বিগত দিনের নির্দিষ্ট সময়ের বিচ্ছেদের পরে যে আধ্যাত্মিক ও চিরস্থায়ী আনন্দ তৈরী হয়। তখন ব্যক্তিকে দিয়ে “আলহামদুলিল্লাহ বলাতে বাধ্য করে। আর এই প্রাকৃতিক অবস্থার সাথে মুসিবত সমূহের ফলস্বরূপ যে ছোয়াব ও আখেরাতের লাভসমূহ ও স্বল্প হায়াত যা মুসিবতের মাধ্যমে লম্বা হায়াতে পরিবর্তন হওয়ার ক্ষেত্রে ব্যক্তি ধৈর্য থেকে বেশি অংশে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে। এবং তখন

"الحمد لله على كل حال سوى الكفر والضلال". বলাটা জরুরী হয়ে পরে।

প্রসিদ্ধ একটা কথা রয়েছে যে, “মুসিবতের সময়কাল লম্বা হয়। হাঁ সত্য যে, মুসিবাত সময়কাল লম্বাই হয়। কিন্তু জনসাধারণের ধারণার ন্যায় সময়কাল সমস্যামুখী হওয়াতে লম্বা নহে বরং এই লম্বার কারণ হল **লম্বা এক হায়াতের ন্যায় জীবন তার প্রতিদানগুলো এ সময় প্রদান করাতে ও পাওয়াতে সময় লম্বা হয়।**

চতুর্থ মাহাত্ম্যঃ ২১তম কালেমার ১ম মাক্বামে আলোচিত হওয়ার ন্যায় বলছি যে, জনাবে হক্ব (আল্লাহ) এর প্রদানকৃত সবার ক্ষমতা যদি মানুষ ভ্রান্তিমূলক কাজে ব্যয় না করে তাহলে তা অবশ্যই সকল ধরনের মসিবতের মোকাবিলাতে যথেষ্ট হবে। কিন্তু যদি আন্দাজের ভ্রান্তীভূত হয়ে, গাফলতের সাথে ক্ষণস্থায়ী জীবনকে চিরস্থায়ী কল্পনা করার সাথে এই সবার শক্তিকে অতীত ও ভবিষ্যৎ সময়ে নষ্ট করে তাহলে বর্তমান সমস্যার জন্যে তাহা যথেষ্ট হবে না। তখন ব্যক্তির অভ্যাস স্বরূপ অভিযোগ করতে শুরু করে। স্বভাবরূচি হিসেবে (আল্লাহ না করুক) আল্লাহর প্রতি তার আপত্তি শুরু হয়ে যায়, তাও আবার মানুষের কাছে করে। এমনকি, অধিকারহীন অবস্থায় ও পাগলামীর ন্যায় তার অমনুযোগে ধৈর্যহীনতার পরিচয় দেয়। কেননা অতীতের সমস্ত দিন, যদি মসিবতপূর্ণ হয় তাহলে তো তার কষ্ট শেষ, কিন্তু তার আনন্দ তো বিদ্যমান আছে। যন্ত্রনা শেষ, কিন্তু বিদায়ের সুখতো বিদ্যমান রয়েছে। সমস্যাগুলো চলে গিয়েছে, কিন্তু তার সওয়াব চলে যায় নাই। আর এই জন্যে

অভিযোগ নহে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা একান্ত জরুরী। এর থেকে বিরক্ত নহে বরং খুশিমনে তার বিপরীত ভালবাসা, হৃদয়তার ভাব আসা অত্যন্ত প্রয়োজন। তার এই ক্ষণস্থায়ী জীবনটা মসিবতের মাধ্যমে চিরস্থায়ী ও এক প্রকার চিরসুখী জীবনে পরিবর্তন হয়ে যায়। কষ্টকর ও যন্ত্রণাময় কল্পনার সাথে চিন্তা করতঃ সবার শক্তিকে অমূলকভাবে ব্যায় করাটা পাগলামী ছাড়া কিছু নহে।

তবে যদি ভবিষ্যৎ নিয়ে কেউ এমন দুশ্চিন্তা করে সেও আহাম্মাক, মুর্থতার পরিচয় দিবে, কারণ ভবিষ্যৎ এখন ও আসেনি যা আগামিতে আগত অসুস্থতা মসিবতকে এখন থেকে ধৈর্যহীনভাবে সে প্রদর্শন করছে ও অভিযোগমুখী চিন্তা করছে। “আগামীকল্পে পরের দিন আমি ক্ষুধার্ত হব, পানি পাব না এই বলে আজকে ধারাবাহিকভাবে দুইদিনের জন্যে এক সাথে পানি পান করা, খাবার খেতে থাকা যে কি পরিমাণ বুদ্ধিহীনতার পরিচয়। একিভাবে আগামী দিনগুলো এখনও আসেনি অদৃশ্য মসিবত ও অসুস্থতাকে নিয়ে চিন্তাকরা এবং এখন থেকে এগুলো নিয়ে বিদ্বান হওয়া, সাথে সাথে ধৈর্যহীনতার প্রদর্শন করণ ও এক প্রকার কোন ধরনের বাধ্যবাধকতা ছাড়া কেবল নিজের সাথে জুলুম করা একশ্রেণীর নির্বোধিতা যে, স্বীয় ক্ষেত্রে সহানুভূতি ও রহমত এর তরে অনুপযুক্ত করে তুলে।

পরিশেষেঃ কৃতজ্ঞতা যেমন নেয়ামতের বৃদ্ধিকরণে স্বাক্ষর রাখে তেমনিভাবে অভিযোগ ও আপত্তি, বিপদ আপদ বৃদ্ধিতে সাক্ষর রাখে। একিভাবে, দয়ার প্রবণতাকে শেষ করে ফেলে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রথম বছরে এরজুরম (স্থানে) এর বড় এক মালদার ব্যক্তি অসুস্থ হয়েছিলেন। আমি তার কাছে গিয়েছিলাম আমাকে তিনি বলিলেন যে, একশত রাত যাবৎ আমি মাথা বালিসে রেখে ঘুমাতে পারি নাই। এই অবস্থায় আছি এমনটি বলে তিনি তিক্ত এক অভিযোগ করলেন। আমি কষ্ট পেলাম এবং হঠাৎ আমার মনে হল এবং বললাম যে, আমার ভাই বিগত একশত কষ্টকর দিনগুলো এখন আরামপ্রদ একশত দিনের সমমানের দিন। কষ্টকর দিনগুলোকে চিন্তা করতঃ অভিযোগ কর না। ঐ দিনগুলোকে দেখে দেখে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। আর আগামী দিনগুলোতো এখনও আসেনি। তোমার পালনকর্তার হিসেবে রহমান-রাহিমের উপর নির্ভর করতঃ কষ্ট পাবার আগে ক্রন্দন কর না। কোন কিছুর অদৃশ্যতা থেকে ভয় কর না। অদৃশ্য কিছু কে অস্তিত্ব দিতে যেয়োনা। এখনকার সময়কে চিন্তা কর। তোমার মধ্যে যে সবার শক্তি আছে এটা এখনকার মুহূর্তের জন্যে যথেষ্ট। পাগল কোন কমান্ডারের ন্যায় কাজ কর না। যে তার সৈন্যকে এমন দিকে পাঠিয়েছে যে দিকে মূলত দূশমনের সৈন্য নেই, কারণ দূশমন বাম দিকের সৈন্যদের ডান দিকে নিয়ে শক্তিশালী করে রেখেছে। আর কমান্ডার পরে ডান বামে সৈন্য প্রেরণ করতঃ কেন্দ্রস্থলকে দুর্বল করে ফেলে এই সুযোগে দূশমন খুবই সহজভাবে কেন্দ্রকে ধ্বংস করে দিচ্ছে (এখানে ক্ষেত্র বলতে বর্তমান কাল আর সৈন্যদের ডান ভবিষ্যৎ ও বাম হল অতীত কাল)। আমি বললাম আমার প্রিয় ভাই, তুমি এই কমান্ডারের ন্যায় এরকম কর না। তোমার সক্ষম শক্তিকে এই মুহূর্তের জন্যে ব্যবহার কর। এলাহির রহমত ও আখেরাতের মুনাফা সমূহ ও ক্ষণস্থায়ী এবং অল্প হায়াতের জন্যে লম্বা ও চিরস্থায়ী এক রূপের রূপ নিয়ে চিন্তা কর। এই যন্ত্রণাদায়ক আপত্তি, অভিযোগে, আনন্দদায়ক এক সুস্বাদু কৃতজ্ঞতাকে চিন্তা কর। তখন সেই অসুস্থ ভাই পূর্ণাঙ্গ রূপে মনোমুগ্ধকর আনন্দ পেয়ে: আলহামদুল্লাহ বলিলেন এবং তার অসুস্থতা ১০ থেকে ১ পয়েন্টে নেমে এল।

পঞ্চম মাহাত্মঃ “তিনটি বিষয় রয়েছে”

প্রথম বিষয়ঃ আসল ও ক্ষতিকর মসিবত দুইয়ের মসিবত হিসেবে ধর্তব্য। দুইয়ের মসিবত থেকে সর্বসময়ে এলাহীর দরবারে আশ্রয় চাহিয়া প্রার্থনা করা একান্ত জরুরী। অন্যদিকে দুইয়ের সাথে সম্পর্ক রাখে না এমন মসিবত সমূহ ভিত্তিগত দৃষ্টিতে মসিবত নহে। এগুলো এক রকম মহান-রহমানের পক্ষ থেকে সচেতনতার বার্তা। যেমন, একজন রাখাল তার মেষ পালকে যখন টিল মারে একি সময়ে তারা অন্যের জমিতে মুখ দিচ্ছে,

এ থেকে মেষ পাল বুঝতে সক্ষম হয় যে ক্ষতির কিছু থেকে হেফাজতের জন্যে টিল মারা হচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে মুখ ফিরিয়ে নেয়। একিভাবে, খুব স্পষ্ট বিপদাপদ এমন রয়েছে যে, খানেকটা আল্লাহ থেকে সতর্কতা, ক্ষতির সংকেত, কোনটা কাফফারাতুজ্জুব (গুনাহের কাফফারা) ও হয়। এমনও আছে যা গাফলতি থেকে দূরে রাখতে আসে যা মানুষ হিসেবে নিরুপায় ও দুর্বলতাকে জাগিয়ে তুলতে যেন এক শান্তির উছিলা হয়। রোগব্যাদি সংক্রান্ত বিপদ সমূহ পূর্বে উল্লেখিত হওয়ার ন্যায় এগুলো বিপদ নহে বরং এমন মসিবত রহমানের ইলতেফাত (দয়া) স্বরূপ, এক পবিত্রতা (গোনাহ থেকে) হাদীসের বর্ণনায় রয়েছে যে, ফলে ভরপুর কোন গাছে বাকি দিলে যেমন ফল নীচে পড়তে থাকে তেমনি ম্যালেরিয়া রোগীর কাপুনী দিলে ও গোনাহ সমূহ ঝরতে থাকে (বুখারি, মারাজ-২)।

হযরত আইয়ুব (আ:) তার মোনাজাতে স্বীয় আরাম আয়েসের আবেদন করেন নাই, বরং যিকিরের মাধ্যম জিহ্বা ও ফিকিরের মাধ্যম কুলব যখন রোগের কারণে এবাদতের জন্যে বাধাগ্রস্ত হয়েছিল তাই তিনি দোয়া করেছিলেন। আমরা ও আমাদের প্রথম স্থরের উদ্দেশ্যের শিক্ষার জন্যে এই মোনাজাতের ন্যায় দোয়া করা জরুরী, আর তা হল আমাদের গোনাহ সমূহ থেকে আগত আধ্যাত্মিক ও রুহানী সমস্যা থেকে মুক্তি লাভ করা। শারীরিক অসুস্থতার জন্যে এবাদতে প্রতিবন্ধক হলে আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করিতে পারি। কিন্তু এটা অভিযোগ ও বিরোধিতার সুরে নহে বরং কোমল ও সাহায্য পাবার লক্ষ্যে তার স্বরূপ হওয়া জরুরী। যাই হোক, আমরা তার প্রতিপালনে সন্তুষ্ট, তাই তার পক্ষ থেকে আগত কিছুতেও আমরা নালিশ-বিহীন অবস্থায় খুশী থাকা আবশ্যিক। তাকদীর ও দুর্ঘটনা সম্বলিত বিষয়ে মেনে না নেওয়া এবং এক রকম আওয়াজ “উহ” আহ করা অভিযোগের সামিল হওয়ার সাথে একধরনের ভাগ্যের প্রতি ও মালিকের প্রতি বিদ্রোহিতার স্বাক্ষর পাওয়া যায়। তাকদীরের সিদ্ধান্তে সমালোচনা কারী ব্যক্তি তার আপন জন্ম দেওয়া মাকে লোহাতে আছাড় দিয়ে দিয়ে নাস্তানাবোধ করে। রহমতের সাথে উপহাসকারী ব্যক্তি, মহান রহমত থেকে বঞ্চিত হয়। ভাঙ্গা হাত দিয়ে প্রতিশোধ নেওয়ার ক্ষেত্রে যেমন হাত আরও বেশি ভেঙ্গে যায় তেমনি মসিবতে গ্রেফতারকৃত ব্যক্তি বিদ্রোহিতার তরে তার আপত্তি ও দুশ্চিন্তার কারণে বিপদ আরও দ্বিগুণ হয়ে যায়।

দ্বিতীয় বিষয়ঃ বস্তববাদি সমস্যাগুলোকে বড় করে যখন দেখা হয় বড় হবে, ছোট করে দেখলে তা ছোট হতে থাকে। যেমন রাতের বেলা মানুষের চক্ষুতে কল্লনাময় কিছু এলে যদি তাহাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। তখন এটা বড় হতে থাকে গুরুত্বহীন ভাবলে চলে যায়/হারিয়ে যায়। রাগান্বিত মৌমাছি কে বিরক্ত করলে আরও আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে, নতুবা নিরব থাকলে, শান্ত থাকার ন্যায় সাধারণ বিপদ আপদ সমূহ বড় করে দেখলে বড় হতে থাকে। হতাশার কারণে ঐ মসিবতগুলো দেহ থেকে প্রসারিত হয়ে কুলবে জড়িয়ে পরে। যার কারণে আধ্যাত্মিক একটা সমস্যার সৃষ্টি হয়ে তার সাথে সঙ্গী হয়। এভাবে চলতে থাকে। আর যখনই এই উদ্বেগ ও দুর্ঘটনাকে সন্তুষ্টি ও খোদা নির্ভরতার মাধ্যমে দূরীকরণ করা হয়, একটি গাছে শিকড়সহ তুলে ফেলার ন্যায় এই দ্বীনহীন মসিবতগুলো উক্ত গাছের ন্যায় পাতলা হতে হতে শুকিয়ে পালাতে থাকে। আর এই বাস্তবতাকে তুলে ধরতে এক সময় এরকম বলেছিলাম যে,-

হে নিরুপায় ব্যক্তি তাওয়াক্কুল কর যখন দেখ মুসিবত

জানা উচিত অভিযোগ ও ভ্রান্তির মাঝে ও রয়েছে তোমার আপদ

কখনও যদি দেখা পাও বালা মুসিবত প্রদানকারীর

ভালবাসা ও বরকত বিদ্যমান মাঝে এই বালা মহামারীর

যদি তুমি দেখা না পাও তাহলেও ভুলে না যাও
নেই যাহা এ দুনিয়ায় আছে তাহা মুসিবত নামের রতন
জাহান ভর্তি বিপদ আপদে কেন যে তোমার মন কাঁদে
বালা নামের ছোট্ট কণার জন্যে চিৎকার করছি পাগলের মতন
হাতিয়ার বানাও তাওয়াক্কুলকে
না কাঁদিয়া হাঁসাও তোমার দুশমনকে
হাসাতে পারা হল তোমার বিজয়
এখানেই রয়েছে বালা হোক দুশমন হোক পূর্ণাঙ্গ পরাজয়।

যেমন, যেভাবে প্রতিপক্ষতার মধ্যে (যুদ্ধে) শত্রুতার ঠিক বিপরীত হাসি দেওয়ার সাথে দুশমনী শান্তিতে ও ঝগড়া বিবাদ তামাশায় পরিণত হয়। দুশমনী ছোট্ট হওয়ার সাথে অদৃশ্য হয়ে যায়। তাওয়াক্কুল (আল্লাহ নির্ভরতা) এর সাথে যদি মুসিবতকে মুখোমুখি করা হয় ঠিক সেটিও স্বাভাবিক পর্যায়ে এটার মত হয়ে যায়।

তৃতীয় বিষয়ঃ প্রত্যেক সময়ের একটা প্রভাব রয়েছে। আর এই গাফলতের যমানায় মুসিবত তার আকৃতিকে পরিবর্তন করে নিয়েছে। কিছু কিছু সময় কিছু ব্যক্তির জন্যে বালা মুসিবত কোন ব্যাপার নয়, বরং তাদের জন্যে এটা এলাহির প্রদানকৃত অনুগ্রহতা। এই যুগের অসুস্থদের পাশাপাশি মুসিবতে আক্রান্তদের (কেবল মুসিবত, যা দ্বীনের সাথে সংশ্লিষ্ট নহে) সৌভাগ্যতা স্বরূপ দেখার কারণে তাদের অসুস্থতা ও মুসিবত সমূহের বিপরীত কিছু খুঁজতে আমার অন্তর কোন চিন্তা সুরাহা দিচ্ছে না। এমন কি আমাকে তাদের কষ্ট কোন প্রভাবিত করছে না। কেননা যেই যুবকই আমার কাছে আসুক না কেন, আমি দেখতে পাই তাদের একে অপরের তুলনায় এক ধরনের দ্বীনদারী দায়িত্বের ও আখেরাতের বিপরীত উত্তম পথে সামঞ্জস্য রয়েছে। আর তা থেকে বুঝতেছি যে, তাদের এই অবস্থা আসলে কোন মুসিবত নহে। যেন এক এলাহির নেয়ামতের ধরণ। কেননা, যদিও তার অসুস্থতাটা তার দুনিয়াবী ফানি (সাময়িক) অল্প সময়ের প্রতি তার জন্যে এক প্রকার কষ্টকর করে তুলছে, কিন্তু এটা তার জীবনের চিরস্থায়ী হায়াতের ফায়দাকে স্পর্শ করছে। যা এক শ্রেণীর এবাদতের হুকুমে পড়ছে, ঠিক এই জায়গায় যদি সে সুস্থতা পায়, তাহলে সে তার যৌবনের পাগলামীতে ও যুগের অশ্লীলতায় অবশ্যই অসুস্থতার অবস্থায় হেফাজত করতে পারবেনা বরং নির্লজ্জতায় নিজেকে ব্যাস্ত রাখবে।

উপসংহারঃ মহান আল্লাহ অসীম কুদরত ও সীমাহীন রহমতকে দেখানোর জন্যে মানবজাতিকে সীমাহীন অভাব ও অসীম দরিদ্রতাকে চাপিয়ে দিয়েছেন। এবং সীমাহীনভাবে তার নামের চিত্র সমূহকে দেখানোর জন্যে মানুষকে এমন এক আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন যে, অসীম দিক থেকে কষ্ট পাবার ন্যায় অসংখ্য দিক থেকে সুখ ও পেতে পারে এমন যেন এক মেশিন স্বরূপ সৃষ্টি, এবং ঐ মেশিনের মধ্যে শত শত পার্টস রয়েছে। প্রত্যেক অংশের কষ্ট আলাদা, আরাম আলাদা, দায়িত্ব আলাদা ও ফলাফলও আলাদা। সাধারণত বড় ইনসান বলে যে দুনিয়া রয়েছে, তাহাতে যেভাবে এলাহীর নাম সমূহের তজল্লী প্রতিয়মান হয় তেমনি ছোট্ট ইনসান হওয়া মানুষের মধ্যেও তেমনি ঐ নাম সমূহের তজল্লী ও রয়েছে। স্বাস্থ্য, সুস্থতা ও সুখ এর ন্যায় মানুষকে

প্রয়োজনীয় দিক সমূহ কিভাবে গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশ করায়ে ঐ বিশেষ মানুষ মেশিনের ভিন্নমুখী দায়িত্ব সমূহকে অর্পন করে। আর তখন মানব কৃতজ্ঞ প্রকাশের এক কারখানা হয়ে যায়।

কিভাবে এ মুসিবত সমূহের সাথে, অসুস্থতা সমূহের সাথে, কষ্টের সাথে অন্যান্য আবেগকম্পিত ও প্রবেশিত গুণের সাথে ঐ নামে মেশিনের অন্যান্য চাকা সমূহকে চালাতে শুরু করে, উদ্দীপিত করে। মানবের প্রাকৃতিক-তার মধ্যে জড়িত নিরুপায়তা, দুর্বলতা ও দরিদ্রতাকে বাস্তবতায় নিয়ে আসে। নির্দিষ্ট ভাষায় নহে বরং প্রত্যেক অঙ্গের পৃথক পৃথক ভাষার মাধ্যমে এক প্রার্থনা ও সহযোগিতার অনুরোধ করে। মোদ্রাকথা- মানুষ তার ঐ অঙ্গসমূহের দ্বারা পৃথক পৃথক হাজার হাজার কলম একত্রিত হয়ে একটি কলমের রূপের ন্যায় কাজ চালিয়ে যায়, হায়াতের পৃষ্ঠা ও আধ্যাত্মিক খাতায় জীবনের ভাগ্যজড়িত বৃত্তান্ত লিখে আর এলাহির নাম সমূহে যেন একটি ঘোষণাপত্র হিসেবে উপস্থাপিত হয় যেন এক মহান ছোবহানের ছন্দ মেলানো গজল এর বিবেচনায় বিবেচিত হয়ে মানুষ তার ফিতরাতি কাজ সমূহ চালিয়ে যায়। রেফঃ লাম'আলার ৪